একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিসিক্ত হবে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক পাইলট প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	বাসুদেব গাঙ্গুলী, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান	:	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৩৩২, ভবন নং-৩)।
সভার তারিখ ও সময়	:	২৬.০৫.২০১৬, সকাল ১০.০০ টায়।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক পাইলট প্রকল্পগুলির সকল ইনোভেটরকে প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তরিকতার জন্য পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি একে একে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অগ্রগতি সভায় উপস্থাপনের অনুরোধ করেন।

১। বহিঃবিভাগ সেবা সহজীকরণে হেলথকার্ডের প্রচলনঃ ডাঃ এ কে এম শামছুদ্দিন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উজিরপুর, বরিশাল জানান যে, রুগীর সময়,খরচ এবং যাতায়াত সংখ্যা কমানোর জন্য। হেলথ্ কার্ড প্রচলনের মাধ্যমে তিনি উজিরপুর উপজেলায় সুফল পেয়েছেন। পুর্বে টিকিট কাউন্টারে এসে দীর্ঘক্ষন লাইনে দাড়িয়ে সময়ক্ষেপন, চিকিৎসকের চেম্বারের সামনে লাইনে দাড়িয়ে সময়ক্ষেপন হত। প্রান্তিক দরিদ্র জনগন চিহ্নিত না হওয়ায় তারা ফ্রি চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হত।

দরিদ্র রোগীদের সহজে চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে রোগীদের ডাটাবেজ সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে এবং ডাটা ইনপুট চলছে। এই ডাটাবেজে রোগীদের অতীত ইতিহাস থাকবে। ফলে যে কোন স্থান থেকে রোগীদের চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয়ে চিকিৎসকের কাজ সহজ হবে। এ পর্যন্ত ২ হাজার রোগীকে এই হেলথ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। SMS এর মাধ্যমে রুগীর সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। Secure Web Based এর মাধ্যমে রুগীর সকল তথ্য সংরক্ষন করা হচ্ছে।

চ্যালেঞ্জসমূহঃ শুরু থেকেই স্থানীয় ক্লিনিকগুলো রোগীদের ডাটাবেইজ তৈরীর বিরোধীতা করে আসছিল। পরবর্তিতে তাদের সকলের সাথে আলাপ আলোচনা ও সভার মাধ্যমে এ সমস্যা দূর হয়েছে। অর্থায়নও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে বর্তমানে হেলথ কার্ডবিহীন দরিদ্র রোগীদের কার্ড পাবার জন্য চাপ অনেক ।

সিদ্ধান্ত: দেশের অন্যান্য বিভাগেও এ মডেলটি অনুসরণ করা যেতে পারে।

২। জরুরী বিভাগে সেবা প্রদান সহজীকরণঃ ডাঃ মোঃ শামছুল হক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মেলান্দহ, জামালপুর জানান যে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ জরুরী রোগীদের অভ্যন্তরীন বিভাগে সেবা এবং সাধারণ রোগীদের বহিঃবিভাগে সেবা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রদত্ত বিভিন্ন রোগ নির্ণয় ও যন্ত্রপাতিগুলো লোকবলের অভাবে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েছিল। ২০১৪ সালে ইসিজি মেশিন দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কোন কার্ডিও গ্রাফার না থাকায় এটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েছিল। দুজন নার্সকে সদর হাসপাতাল থেকে একসপ্তাহের প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসিজি করানো হচ্ছে। ২০১৫ সালে মেলান্দহ উপজেলায় আলট্রাসনোগ্রাম মেশিন দেয়া হয়। একজন MO-কে রেডিওগ্রাফারের প্রশিক্ষণ দিয়ে আলট্রাসনোগ্রাম করানো হচ্ছে। একজন SACMO-কে কম্পিউটারের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে কম্পিউটার অপারেটরের কাজ চালানো হচ্ছে। এখান থেকে রোগীরা ১২০-২২০ টাকার মধ্যে সেবা নিতে পারে যা বাহিরে ৮০০ টাকা। অনুরূপভাবে ইসিজি টেস্ট এখানে ৮০ টাকা যা বাহিরে ৩০০ টাকা। এক্ষেত্রে রোগীদের টাইম, কস্ট এবং ভিজিট সময় কমে আসছে।

সিদ্ধান্তঃ জরুরী বিভাগে সেবা প্রদান সহজীকরণ বিষয়টি অন্যান্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অনুসরণ করা যেতে পারে।

৩। **৩ মিনিটে জরুরী স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণঃ** ডাঃ আফরোজা বেগম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, তারাগঞ্জ, রংপুর জানান যে, উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সটি রংপুর হাইওয়ের পাশে হওয়ায় এখানে সড়ক দুর্ঘটনার

রোগী ভর্তি হয় বেশী। এসব রোগীদের জন্য সার্বক্ষনিক ও দ্রুত স্বাস্থ্য সেবা চালু রয়েছে। বিগত কয়েকটি সড়ক দূর্ঘটনায় হেলথ কমপ্লেক্সটি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। জরুরী সেবা প্রদানের জন্য হেলথ কমপ্লেক্সটি ১ লক্ষ ১ হাজার ৭ শত ৪৩ টাকা সরকারী অনুদান পেয়েছে।

৪। **কমিউনিটিতে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো:** ডাঃ মোহাম্মদ সাঈদুল হক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, পুঠিয়া, রাজশাহী জানান যে, কমিউনিটিতে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে মা ও শিশু মৃতুর হার কমানোর লক্ষ্যে একটি কমিউনিটি ক্লিনিক এর এলাকা নির্ধারন করে সেখানকার গর্ভবতী মহিলা ও ৫ বছর বয়সি সকল শিশুকে সমন্বিত চিকিৎসা সেবা প্রদান করে একটি পাইলট প্রকল্প চালু করা হয়। যার উদ্দেশ্য মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো এবং দৈনন্দিন শারিরীক ভোগান্তি কমানো এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারি জনগোষ্ঠী তৈরী করা।

অগ্রগতি: পাইলট প্রকল্প ভুক্ত এলাকায় বসবাসরত সকল গর্ভবতী মহিলা ও ৫ বছরের নিচের সকল শিশু সঠিক সময়ে সুষ্ঠু চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে। ঝুকিপূর্ন গর্ভবতী মহিলাদের সঠিক সময়ে রেফার্ড করে মা ও শিশু মৃত্যু হার কমানো সম্ভব হয়েছে। যা প্রকল্প চালু হবার পর থেকে এখন পর্যন্ত ০ (শূন্য)।

এই প্রকল্পের কার্য্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে গত ১৮/০৮/১৫ ইং তারিখে উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজশাহী-৫ আরো ১৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ১ টি করে ভ্যান গাড়ী ও ২ টি করে মোট=২৮ টি মোবাইল ফোন সংশ্লিষ্ট সিএইচসিপিদের হাতে তুলে দেন।

সমস্যাঃ অবকাঠামোগত, সুপেয় পানি সরবরাহের সমস্যা এবং রোগীর অপারেশনের টেবিলের সমস্যা।

সিদ্ধান্তঃ নিজস্ব অর্থায়ন অথবা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে অর্থায়নের বিষয়টি সমাধান করা যেতে পারে।

৫। **আগত রোগীদের সঠিক সেবা গ্রহলের লক্ষ্যে অভ্যর্থনাকারীদের মাধ্যমে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের ব্যবস্থা করা:** ডাঃ তনুশ্রী মজুমদার, মেডিকেল অফিসার, সিরাজদীখান মুন্সিগঞ্জ জানান যে লোকবলের অভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।

সিদ্ধান্ত: বিষয়টি স্থানীয় সিভিল সার্জনের মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে।

৬। **অন্ত:বিভাগীয় সেবা সহজীকরণ:** ডাঃ মুনশী মোঃ ছাদুল্লাহ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, শালিখা, মাগুরা জানান যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বিদ্যমান সমস্যা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে সরবরাহকৃত ঔষধপত্রের বাইরে অপ্রয়োজনীয় ঔষধপত্র দেয়া হয় এবং হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে বাইরে পরীক্ষা করা হয়। হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীদের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সফটওয়্যার থাকলেও তাতে শুধুমাত্র জনমিতিক ও রোগের আইসিটি কোড থাকে, কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা সম্পর্কিত কোনও তথ্য থাকে না। অপ্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও পরীক্ষা নিরীক্ষা বাহির থেকে করানোর কারণে এবং সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে রোগীদের আর্থিক অপচয় এবং সময় ক্ষেপন হয় এবং মান সম্মত চিকিৎসা সেবা থেকে রোগীরা বঞ্চিত হচ্ছে।

সমাধান: একটি সফটওয়্যারে হাসপাতালে ভর্তিকৃত সকল রোগীর জনমিতিক তথ্যসহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরীক্ষা-নীরিক্ষার স্থান, প্রদত্ত চিকিৎসা ও সরবরাহকৃত ঔষধপত্রের যাবতীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিদ্যমান জনবল পুনর্বন্টনের মাধ্যমে সফটওয়্যারে রোগির তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য একজন কর্মচারীকে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। রোগী ভর্তি কার্যক্রম মনিটর করার মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাসহ চিকিৎসা প্রদান করা হবে। প্রতিদিন তথ্য পর্যালোচনাপূর্বক সেবা প্রদানকারীদের সাথে আলোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হবে। একটি ডিসপ্লে বোর্ডে ডিউটিরত ডাক্তারসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর ডিউটি রোস্টার প্রদর্শন করা হবে।

৭। পরিচালক, পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানান এমআইএস নিয়ন্ত্রীত ডিএইচএস-টুতে আঠার হাজার পয়েন্ট রয়েছে। যদি নতুন কোন পয়েন্ট দরকার হয় তবে এমআইএস এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত: স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (এমআইএস) বিদ্যমান সফটওয়্যারের মাধ্যমে কিংবা নতুন সফওয়্যার ডেভলপের মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান করতে পারেন।

৮। **নব-দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্যের পরামর্শ ও সেবার মানোন্নয়ন করার মাধ্যমে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন:** ইলিয়াস রানা খান, পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, আমতলী, বরগুনা জানান যে, প্রকল্পটির সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৩২৭ জনকে এন্টি নেটাল কেয়ার এবং পোস্ট নেটাল কেয়ার সেবা প্রদান করা হয়েছে। ৮৪টি ডেলিভারী সম্পন্ন হয়েছে। ৭৭ নব-দম্পতিকে মোবাইলের মাধ্যমে সেবা দেয়া হয়েছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে উদ্ভুত বিভিন্ন সমস্যা ও চাহিদার সমাধান করা হচ্ছে।

৯। **প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি ও ড্রপ আউটের হার কমানোঃ** নাসিমা ইয়াসমিন, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর, কুষ্টিয়া জানান যে, এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী ৪৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩% হয়েছে এবং খাবার বড়ি গ্রহণকারীর ড্রপ আউটের হার ৩৩% হতে কমে দাড়িয়েছে ১৫%। মায়েদের অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ হয়নি। মায়েদের সময়, খরচ ও যাতায়াত সাশ্রয় হচ্ছে।

নতুন প্রকল্প: মা ও শিশুর সেবা সহজীকরণ নামে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকার ইউনিটগুলো বিভিন্ন ক্লাস্টারে ভাগ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করে ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে। হেলথ কার্ড ও সেবা দেয়া শুরু হবে।

১০। **দাম্পত্যের শুরুতেই পরিবার পরিকল্পনা:** গাইবান্ধা সদর উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা অফিসার মাহবুবা খাতুন জানান যে, চলতি মাসে ১১১ জন নব-দম্পত্তি সেবাগ্রহণ করেছে। এখানে জনবলের সমস্যা রয়েছে। অন্য উপজেলার পরিদর্শক এখানে অতিরিক্ত দায়িত্বে আছেন। ফলে পরিদর্শককে ঠিকমত পাওয়া যায়না। মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে কাজ চালাতে হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত: পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকের নিয়োগ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে। শীঘ্রই পদায়ন করা সম্ভব হবে।

১১। পরিবার **পরিকল্পনা ড্রপ-আউটের হার কমানো:** নড়াইল সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আবুল কাশেম জানান যে, ভয়েস কলের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে ড্রপ-আউটের হার কমানো হয়েছে। ৭১টি ক্লাস্টারে বিভক্ত করে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

১২। **দম্পতি সেবা কার্ডের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মচারী দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করা:** দম্পত্তি সেবা কার্ডের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মচারী দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করাঃ গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জিনাত শারমিন জানান যে, সেবাগ্রহণকারী কর্মজীবী দম্পতিদের নাম রেজিস্ট্রেশন চলছে এবং সেই সাথে ডাটাবেইজ তৈরী করা হচ্ছে। কর্মচারীরা দ্রুত স্থান পরিবর্তন করায় চিহ্নিতকরণে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

১৩। **নিরাপদ ডেলিভারী সেবা:** জনাব মোঃ আব্দুল মতিন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, জুরী, মৌলভীবাজার জানান, চা বাগান ও হাওড় অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায় জুড়ীতে মাতৃ-মৃত্যুর হার অনেক বেশী। কু-সংস্কারের কারণে কেউ হাসপাতালে অথবা পরিবার কল্যাণ সেবা কেন্দ্রে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েরা সেবা গ্রহণ করেনা। এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: উদ্বুদ্ধকরণ সভার মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

১৪। **দম্পতি সেবা কার্ডের মাধ্যমে দূর্গম এলাকার জুম চাষীদের পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ:** নানিয়াচর উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়া চাকমা জানান যে, ৮০টি দম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। কার্ড বিতরনের কাজ চলছে। লোকবলের অভাব। কোন মেডিকেল অফিসার নেই। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর অবকাঠামোগত মান নিম্ন।

সিদ্ধান্ত: শীঘ্রই মেডিকেল অফিসার নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৫। পরিচালক (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন, বেশী বেশী ইনোভেশন দরকার রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান এলাকা থেকে, চট্টগ্রাম ও সিলেট এলাকা থেকে। হার্ড টু রিচ এলাকার কমিউনিটি ক্লিনিকে ব্যয় বাড়ানোর প্রয়োজন।

১৬। রুহুল আমিন, সহকারী পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর বলেন, অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেম ডেভেলপ করা হচ্ছে। এটি আলোচনার তালিকায় অন্তর্ভূক্তের প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত: এটুআই প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এটিকে তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

১৭। এটুআই প্রকল্পের কর্মকর্তা জনাব মিজানুর রহমান, ডোমেইন স্পেশিয়ালিষ্ট উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং ইনোভেশন প্রকল্পগুলোকে সফলভাবে এগিয়ে নেয়ার আহবান জানান।

অত:পর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত: ১৪.০৬.২০১৬
(বাসুদেব গাঙ্গুলী)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

নং-৪৫.১৪১.০৯৩.০০.০০.০০২.২০১৩.১২৫ তারিখ: ১৬.০৬.২০১৬ খ্রি:।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/ নিপোর্ট/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা (সভায় উপস্থিত ইনোভেশন অফিসার)।
২. অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও লাইন ডাইরেক্টর (এমআই এস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩. যুগ্মসচিব, (প্রশাসন), চিফ ইনোভেশন অফিসার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. ড.এস এম সানাউল হক, (যুগ্মসচিব), ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিষ্ট, এ টু আই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫. পরিচালক (এমআইএস), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৬. মানিক মাহমুদ, ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিষ্ট, এ টু আই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭. মিজানুর রহমান, ডমেইন স্পেশালিষ্ট, এ টু আই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৮. পরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯. উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-১/প্রবা-৩/প্রশাসন-১), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০. উপপ্রধান (স্বাস্থ্য),স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১১. জনাব অশোক বিশ্বাস, জুনিয়র কনসালটেন্ট, এ টু আই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২. প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা (সভায় উপস্থিত ইনোভেশন অফিসার)।
১৩. সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১৪. পরিচালক, সেবা পরিদপ্তর, আগারগাঁ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১৫. ডা: এ কে এম শামছুদ্দিন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উজিরপুর, বরিশাল।
১৬. ডা: মো: শামছুল হক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মেলান্দহ, জামালপুর।
১৭. ডাঃ আফরোজা বেগম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা,তারাগঞ্জ, রংপুর।
১৮. ডা: মো: হুমায়ুন কবির, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পীরগাছা, রংপুর।
১৯. ডা: মো: সাইদুল হক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পুটিয়া, রাজশাহী।
২০. ডা: শেখ সুফিয়ান রুস্তম, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা।
২১. ডা: মুন মুন ইসলাম মিতু, সহকারী সার্জন, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২২. ডা: তনুশ্রী মজুমদার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।
২৩. ডা: মুনশী মো: ছাদুল্লাহ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, শালিখা, মাগুরা।
২৪. ডা: রনজিৎ কুমার বর্মন, উপজেলা স্বাস্থ্যে ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

২৫. জনাব এ, বি, এম, শাহীনুজ্জামান, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর, পঞ্চগড়।
২৬. জানব এ, কে, এম শাহাদাৎ হোসেন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, গংগাচড়া, রংপুর।
২৭. জনাব মো: মোশারফ হোসেন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, হরিপুর, ঠাকুরগাও।

২৮. জনাব ইলিয়াস খান রানা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, আমতলী, বরগুনা।
২৯. জনাব মৃদুল কুমার আচায্য, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উখিয়া, কক্সবাজার।
৩০. জনাব আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
৩১. বেগম নাসিমা ইয়াসমিন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর, কুষ্টিয়া।
৩২. জনাব কামাল হোসেন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, চরফ্যাশন, ভোলা।
৩৩. মোসা: মাহবুবা খাতুন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর, গাইবান্দা।
৩৪. জনাব মো: জাকিরুল ইসলাম, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।
৩৫. জনাব মো: আবুল কাশেম, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর, নড়াইল।
৩৬. বেগম জিনাত শারমিন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, শ্রীপুর, গাজীপুর।
৩৭. জনাব মো: আব্দুল মতিন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, জুড়ী, মৌলবীবাজার।
৩৮. বেগম শাহীন পারভীন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাসাইল, টাঙ্গাইল।
৩৯. রিয়া চাকমা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি।

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)।

১. সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. সিভিল সার্জন/তত্ত্বাবধায়ক..।
৪. জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা...।
৫. অতিরিক্তসচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

২৩/০৬/২০১৮

(মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৩৬২
ইমেইল: mohfw.monitor@gmail.com
monitor@mohfw.gov.bd